আখেরাত সিরিজ-১০

আখেরাত পর্ব-৭

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টি ২য়টি ‘আখেরাত’ আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আহযাব ৩৩:২১**

১. তোমাদের যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য আশা করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি যিকির করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আল আহযাব ৩৩:২১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আহযাব ৩৩:২৯**

২. [নবীর স্ত্রীদের বলা হচ্ছে] আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলকে চাও এবং আখেরাত চাও সেক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার কল্যাণ পরায়ন নারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মহাপুরস্কার।

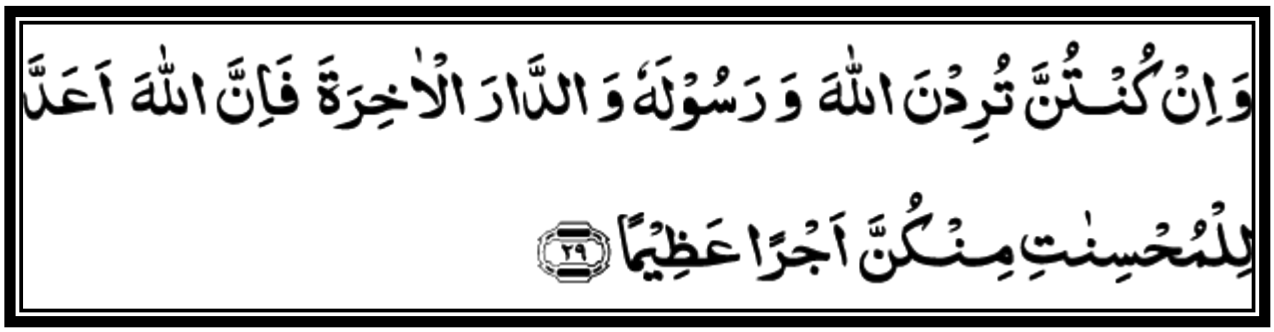

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ, তাহার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (সূরা আল আহযাব ৩৩:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৭**

৩. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের না'লত করেন এবং তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব।

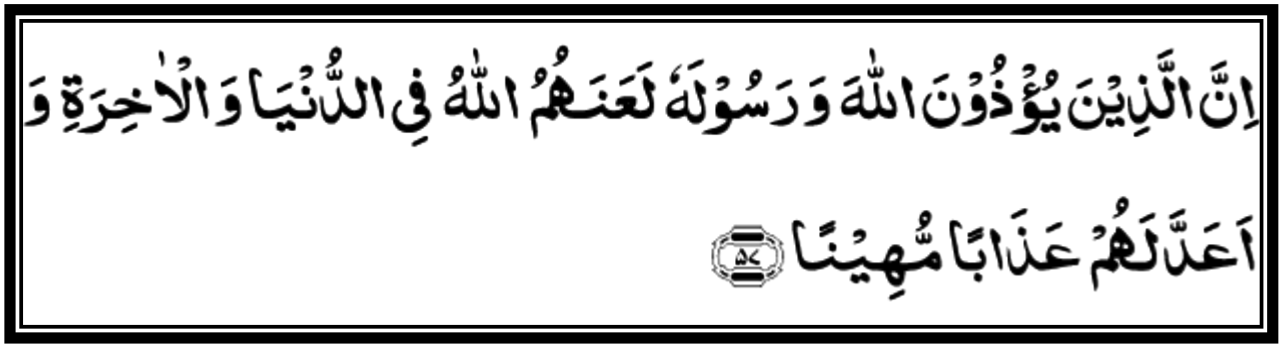
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

যাহারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা সাবা ৩৪:১**

৪. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর (দুনিয়াতে) এবং আখেরাতেও সমস্ত প্রশংসা তার।

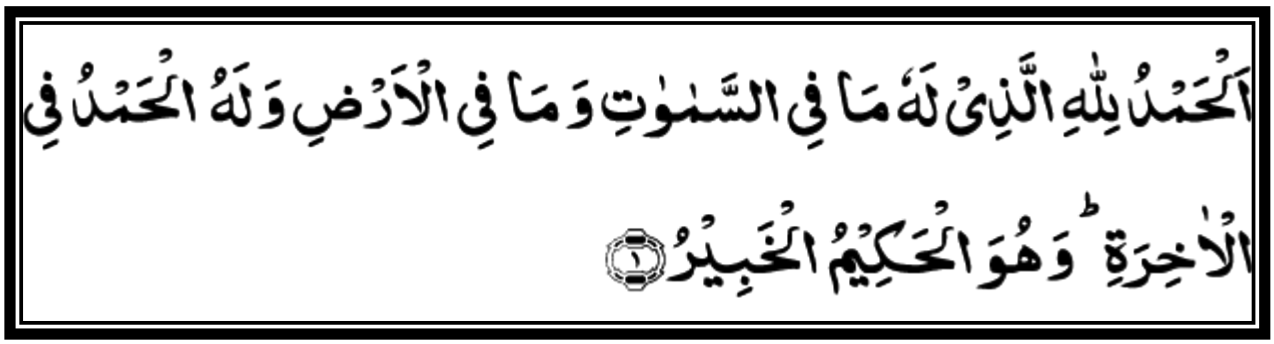
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা সাবা ৩৪:১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা সাবা ৩৪:৮</u>**

৫. যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তারা রয়েছে আযাবের মধ্যে এবং ঘোরতর ভুল পথে।

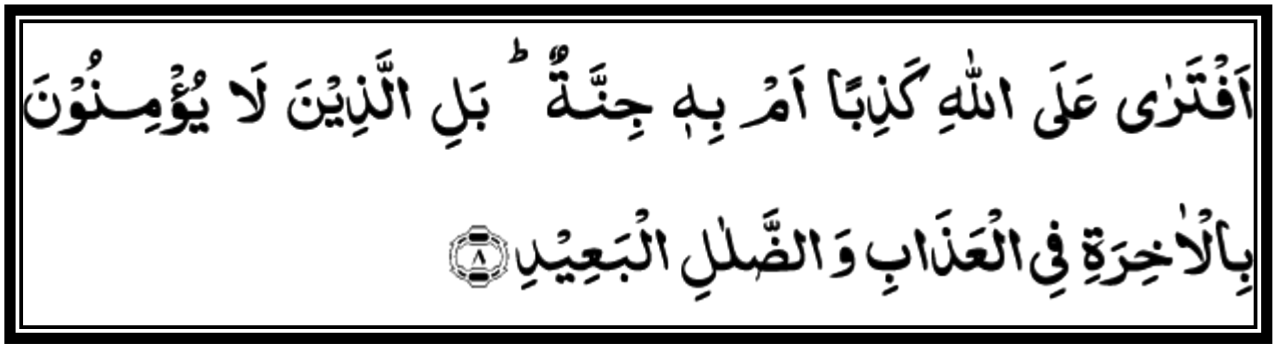

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উম্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। (সূরা সাবা ৩৪:৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা সবা ৩৪:২১</u>**

৬. অথচ তাদের (যারা ইবলিসকে অনুসরণ করেছে) উপর ইবলিসের কোনো আধিপত্ত ছিলো না। কারা আখেরাতে বিশ্বাসী, আর কারা তাতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার (আল্লাহর) উদ্দেশ্য।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ
مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

উহাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্ত ছিলো না। কাহারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে হেফাজতকারী। (সূরা সাবা ৩৪:২১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা যুমার ৩৯:৯**

৭. যে ব্যাক্তি রাতের বিভিন্ন অংশে সেজদা করে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার প্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার প্রভুর রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি ওই ব্যাক্তির সমতুল্য যে এসব করে না।

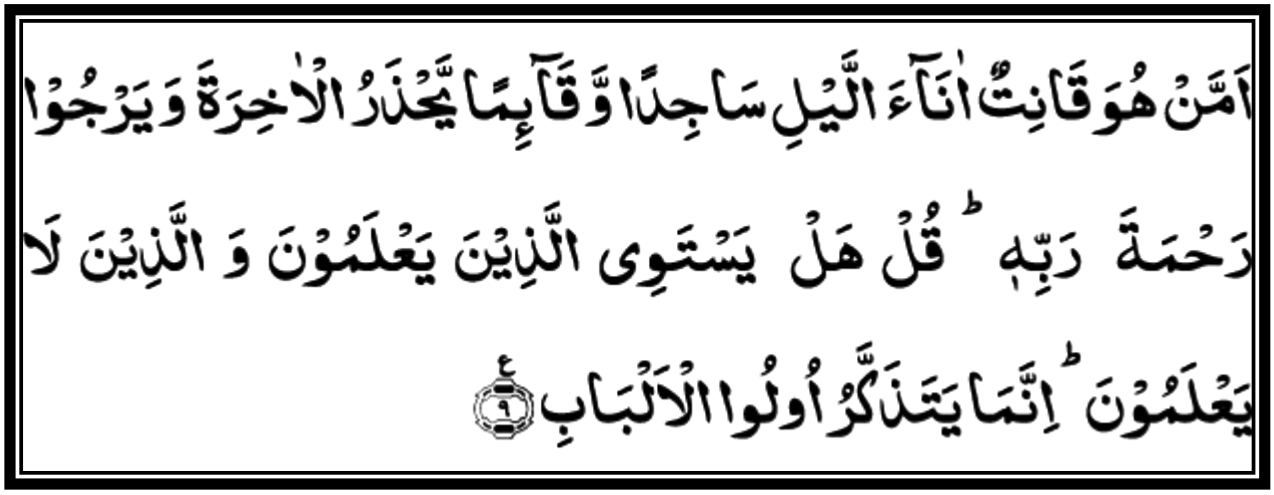

যে ব্যাক্তি রাত্রির বিভিন্ন জামে সিজদাবনত হইয়া ও দাড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বলো 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা যুমার ৩৯:৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা যুমার ৩৯:২৬**

৮. (রাসূলদের প্রত্যাখান করার) ফলে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনা ও ভোগ করান, আর তাদের আখেরাতের আযাব হবে কঠিনতর।

ফলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনা ও ভোগ করান, আর তাদের আখেরাতের আযাব হবে কঠিনতর। যদি তারা জানতো। (সূরা যুমার ৩৯:২৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা যুমার ৩৯:৪৫**

৯. শুধু এক এবং একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে আখেরাতে অবিশ্বাসীদের অন্তর বিরাগ-বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে যায়।

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হলে যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লাসিত হয়। (সূরা যুমার ৩৯:৪৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মুমিন ৪০:৩৯**

১০. (ফেরাউনের সময় একজন ঈমানদার বলেছিলেন) হে আমার কওম! এই দুনিয়ার জীবনটা তো সামান্য ভোগের সময় মাত্র। আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী আবাস।

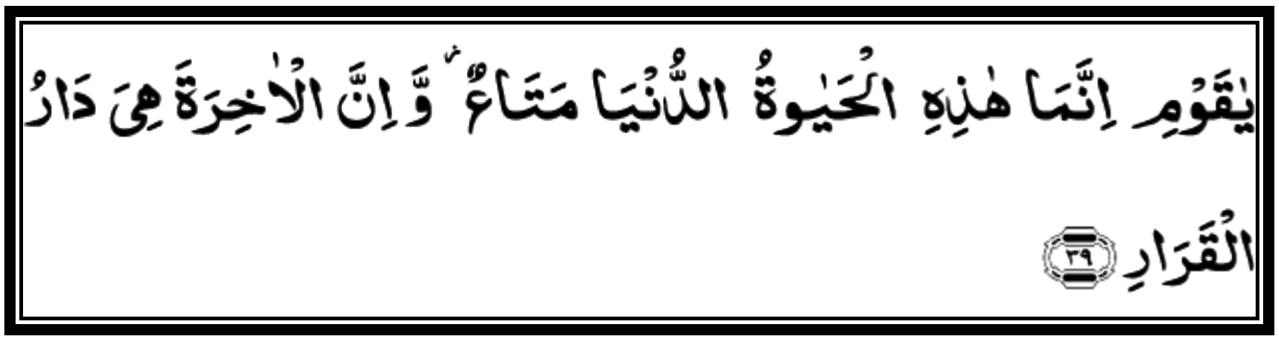
يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস। (সূরা আল মুমিন ৪০:৩৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মুমিন ৪০:৪৩**

১১. (ঈমানদার লোকটি আরও বলেছিল) তোমরা আমাকে যে সব জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছো, সেগুলো এই দুনিয়ার জীবনেও দোয়া কবুল করার যোগ্যতা রাখে না, আখেরাতেও নয়।

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي
الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহবান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। (সূরা আল মুমিন ৪০:৪৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা সাজদা ৪১:৭**

১২. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী।

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। (সূরা সাজদা ৪১:৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা সাজদা ৪১:১৫,১৬**

১৩. তাদেরকে (আদ জাতিকে) দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ অস্বাদন করিয়েছিলাম। তাছাড়া আখেরাতের আযাব তো এর চাইতেও অপমানকর।

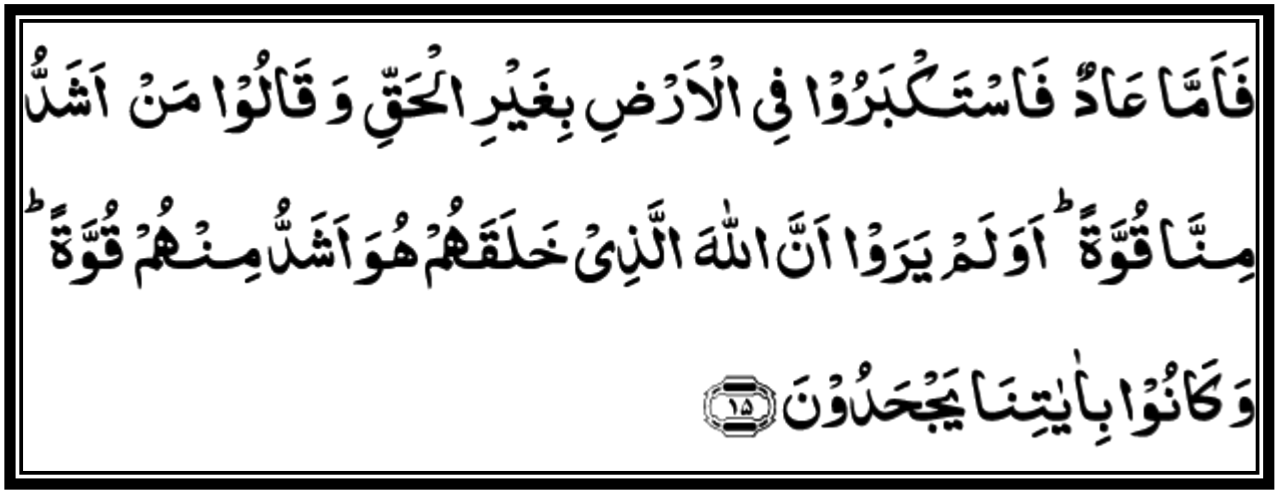
فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ
وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' উহারা কি তবে লক্ষ করে নাই যে আল্লাহ, যিনি উহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত। (সূরা সাজদা ৪১:১৫)

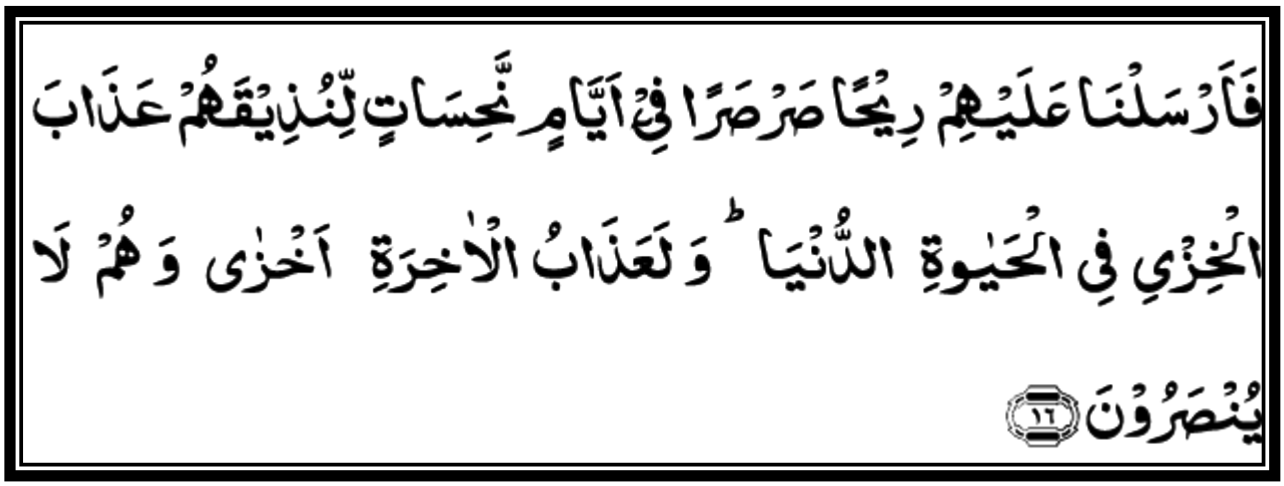
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْۤ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ
الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَ هُمْ لَا
يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾

অতঃপর আমি উহাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করিবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। (সূরা সাজদা ৪১:১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা সাজদা ৪১:৩০,৩১**

১৪. আমরা (এখানে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে) দুনিয়ার জীবনেও আপনাদের অলি (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক) এবং আখেরাতেও।

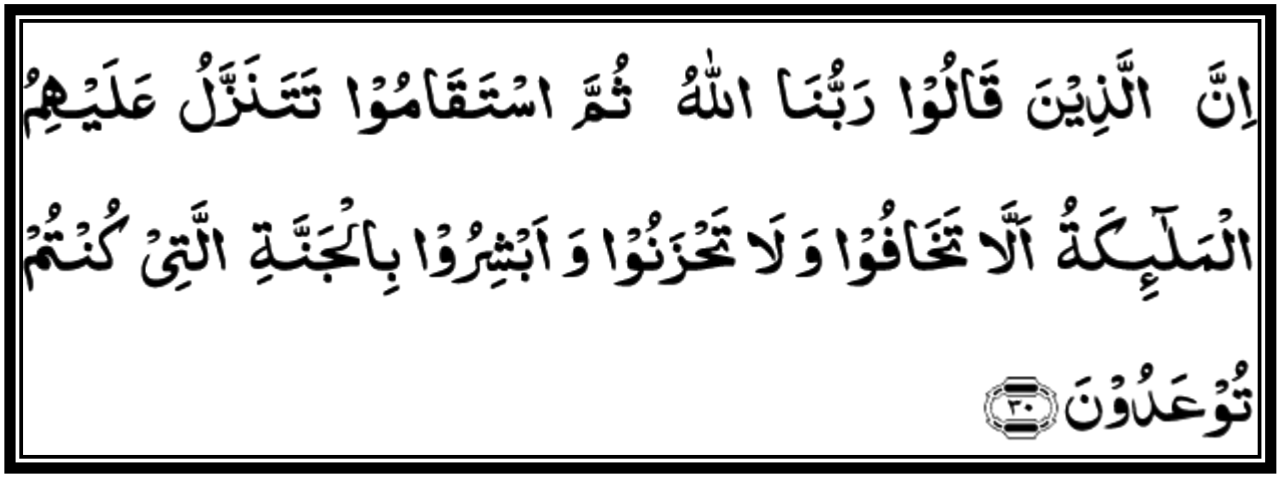
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ ٣٠

যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও। (সূরা সাজদা ৪১:৩০)

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١

আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে. সেখানে তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েস করো।
(সূরা সাজদা ৪১:৩১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আশ শুরা ৪২:২০**

১৫. যে (নিজের কর্মের মাধ্যমে) আখেরাতের ফসল (পুরস্কার) কামনা করে, আমি প্রবৃদ্ধি দান করি তার সেই ফসলে।

যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না। (সূরা আশ শুরা ৪২:২০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আর যুখরুফ ৪৩:৩৩,৩৪,৩৫**

১৬. আর আখেরাতের সম্ভার (শান-শওকত) তোমার প্রভুর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে মুত্তাকিদের জন্যে।

সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক-মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহকে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদেরকে আমি দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাহাতে উহারা আহরণ করে, (সূরা আর যুখরুফ ৪৩:৩৩)

এবং উহাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালংক-যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে, (সূরা আর যুখরুফ ৪৩:৩৪)

وَزُخْرُفًا ۭ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَالْاٰخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝٣٥

এবং স্বর্ণ-নির্মিত। আর এই সকল তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ। (সূরা আর যুখরুফ ৪৩:৩৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নাজম ৫৩:২৫</u>

১৭. প্রকৃত পক্ষে ইহকাল এবং আখেরাত সবই আল্লাহর।

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۝٢٥

বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। (সূরা আন নাজম ৫৩:২৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নাজম ৫৩:২৭</u>

১৮. নিশ্চয়ই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰۗىِٕكَةَ تَسْمِيَةَ
الْاُنْثٰى ۝٢٧

যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাঁহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফিরিশতাদেরকে;
(সূরা আন নাজম ৫৩:২৭)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে মহান পরম করুণাময় দয়ালু মেহেরবান আমাদের প্রভু আমাদেরকে দুনিয়া বিমুখ ও আখেরাতমুখী হিসাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/